গল্প

সেলিনা হোসেন

ছবি ও বুলেট

সীমান্তের এলাকায় বাস করার আনন্দ আছে, আতঙ্কও আছে—এমনই মনে করে সকিনা বানু। কারও সঙ্গে গল্প করার সময় ফোকলা গালে হেসে উদ্ভাসিত হয়ে নিজের ভাবনার কথা বলে মজা পায় সে।

প্রথম প্রথম অনেকে আনন্দ ও আতঙ্ক বিষয়ে জানতে চাইত। কেউ একজন বলত, আনন্দ কী?

সকিনা বানু আঙুল নামিয়ে উত্তর দিত, আনন্দ হইল সীমান্তের এইপার থেইকে ওইপারে তাকায়ে থাকা। পাহাড়-গাছ-ঘর-মানুষ দেকা।

আর আতঙ্ক কী?

গুলি। সীমান্ত জোয়ানদের গুলি খেলাখেলি। ওরা খেলে আর আমরা ভয়ে ছুটে পলাই।

সকিনা বানুর কথা শুনে সবাই হাসে। তারাও মজা পায়। এখন আর প্রশ্ন করে না তাকে। সবাই বুঝে গেছে আনন্দ আর আতঙ্কের ধারণা।

সীমান্তের এই গ্রামে এখন সকিনা বানু সবচেয়ে বয়সী মানুষ। বারো বছর বয়সে বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে এই গ্রামে এসেছিল সে। এখন তার বয়স পঁচাত্তরের দু-এক বছর বেশি বা কম। সব মিলিয়ে তার স্বামী বিয়ে করেছে পাঁচবার। সকিনা বানুসহ তার স্ত্রীর সংখ্যা ছয়।

তিনজন মারা গেছে বাচ্চা হওয়ার সময়।

একজন ডায়রিয়ায়।

পঞ্চমজন মারা গেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষীর গোলাগুলির সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে।

সকিনা বানু নিঃসন্তান।

পাঁচ সতিনের আট সন্তানের বড়মা সে। তাদের দিয়ে সন্তানের আনন্দ উপভোগ করেছে। নিজের সন্তান না থাকার দুঃখ একদমই ভুলেছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ভোলা দ্রুত হয়েছে। তার কোনো দীর্ঘশ্বাস নেই।

এখন তার কাছে আছে সংসারের বড় মেয়ের সবার ছোট মেয়েটি। বছর দুয়েক আগে মা মারা যাওয়ার পর নাতনিকে সে নিজের কাছে নিয়ে আসে। মেয়েটি তার গলা জড়িয়ে ঘুমায়। বলে, তোমার বুকের ওম, আমার মায়ের বুকের ওমের মতন। তুমি আমারে বাঁচায়ে দিছ, নানি। তুমি আমারে ছাইড়ে কোথাও যাইবে না কিন্তুক।

কথাগুলো বলে কেঁদে বুক ভাসায় পনেরো বছরের মেয়ে পারুল। সকিনা বানু ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলে তার মনে হয় একজন সন্তানের উত্তাপ এর চেয়ে বেশি হতে পারে না। পারুলের কপালে চুমু দিয়ে বলে, নাতনি রে, দেখিস তোরে রেখে আমি মরমু না। পাথরের মতো খাড়া হয়া থাকবু তোর সামনে।

পারুল দুই চোখ কপালে তুলে বলে, ঠিক তো? ঠিক কইরে কও।

এই, ঠিক কইরে বইললেম।

পনেরো বছরের নাতনি তার খিলখিল হাসিতে ভেঙে পড়ে। আর সকিনা বানুর কানে সে শব্দ ভেসে আসে পাহাড়ের ওপর থেকে ভেসে আসা শোঁ শোঁ ধ্বনির মতো। সেই ধ্বনির মধ্যে ঝরনার কলতান আছে, পাখির গান আছে, আদিবাসীর কণ্ঠস্বর আছে। পারুলের হাসি জীবনের সবটুকুর কথা বলে, যা সকিনা বানুর জন্য আশ্চর্য পাওয়া।

তখন ও পারুলের হাত ধরে বলে, চল, শাক কুড়িয়ে আনি গে।

চল, চল। তোর আঁচলে আমি শাক ভইরে দেব। তুই শাকের বোঝায় হাঁটতে পারবি তো, নানি?

তুই সাতে থাইকলে আমি সব পারবু।

খিলখিলিয়ে হাসে পারুল। হাসে সকিনা বানু। হাসিতে ভরে যায় পাহাড় ও হাওর। সকিনা বানুর কাঠির মতো শুকনো হাত ধরে পারুল বলে, নানি, দাঁড়া।

কী হয়েছে?

এখন যদি একটা গুলি ছুইটে আসে।

আসুক। আসলে কী হইবে?

যদি আমার কইলজে ফুটো করে দেয়! যেমন আমার মায়ের—

থাম, নাতনি। থাম কইলেম।

সকিনা বানু ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে। মুহূর্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পারুল বলে, চল।

ও একদৌড়ে সামনে যায়, আবার ফিরে এসে নানির সঙ্গ ধরে। বুক ভরে শ্বাস টেনে চলে, কী মিঠা বাতাস!

বাতাস মিঠে হয় কেমুন কইরে, নাতনি?

বাতাসে ফুইলের ঝাঁক থাইকলে হয়। নানি, টান, বুক ভইরে বাতাস টান।

সকিনা বানু জোর করে শ্বাস টেনে খুশি হয়ে বলে, কী ফুইল রে, নাতনি?

নাম তো আমি জানিনে।

জানবি না ক্যান? তুই তো স্কুলে যাইস। আমি তো কনুদিন স্কুলে যাইনি।

এত কথা ছাড় তো, নানি। ফুইলের নাম দিয়ে কী হইবে? ফুইল তো ফুইলই।

ঠিক কহেছিস। তোর মাথায় অনেক বুদ্ধি, নাতনি।

আয়। কত্ত শাক দ্যাখ!

দুজন পাহাড়ের পাদদেশে বসে শাক কুড়োয়। কত বিচিত্র গুল্মে ভরে আছে এলাকা! কোনটা রেখে কোনটা নেবে ঠিক করতে পারে না। শেষ পর্যন্ত দুজন মিলে সব শাক মিলিয়ে বারোমিশালি শাক বানিয়ে ফেলে।

ফেরার পথে নানিকে বলে, শাকগুলো তুই ভাজবি। তুই না ভাইজলে আমি খাব না।

তুই কি আমার সাতে জুলুম করিস, নাতনি?

ধুৎ, জুলুম আবার কী! তোর সাতে পেরেম করি।

পেরেম? সকিনা দুচোখ কপালে তুলে মুখোমুখি দাঁড়ায়। পারুল হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে। হাসতে হাসতে নানিকে জড়িয়ে ধরে। তারপর হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে যায়। সকিনা বানু একসময় হাত ছাড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। দম ফেলে। মেয়েটা তাকে হয়রান করে ফেলেছে। ও তো ওর আনন্দে ছোটাছুটি করে। ও কি নানির বয়স বুঝবে, নাকি বয়সের হিসাব রাখবে!

আয়, নানি।

দাঁড়া। দম ফেইলতে দে।

আর কত দম ফেইলবি। আয়। তা নাইলে একটা গুলি ছুইটে আইবে রে, নানি। ও আমার মা-মাগো—

পারুল হাত-পা ছড়িয়ে রাস্তার পাশে বসে পড়ে। দুই হাতে মাটি থাপড়ায়। মেয়েটির যখন শোক উথলায় ও খুব আছাড়-পিছাড় করে, ওকে সামলানো দায় হয়ে পড়ে। আজও বিপদ গোনে সকিনা বানু। পারুলের পাশে বসে ওকে থামানোর চেষ্টা করে, কিন্তু ও কেঁদেই যাচ্ছে।

তুই কাঁদতে থাক, আমি শাকগুলা খুইটে ফেলি।

সকিনা বানু আঁচলে বাঁধা শাক ঘাসের ওপর ঢেলে দেয়। তারপর সুন্দর সজীব পাতাগুলো আলাদা করে, শুকনো মরা পাতা সরিয়ে রাখে। শাকের গায়ে লেগে থাকা আগাছা পরিষ্কার করে। বেশ লাগে কাজ করতে আর কান পেতে কিশোরী মেয়েটির কান্না শুনতে। ও গুনগুন করেই যাচ্ছে। উচ্চ স্বর কমে গিয়ে নরম হয়েছে। সকিনা বানুর মনে হয়, কান্না কখনো গানের মতো। এই খোলা প্রান্তরের চারদিকে কোনো কিছু নেই, শুধু কান্নার গান ছাড়া। গুলি আর এখানে কী শব্দ করবে! বেশ লাগছে—বেশ ভালো লাগছে ওর। সকিনা বানু আপনমনে নিজের আঁচলে আবার বেছে নেওয়া শাক বেঁধে নেয়।

আস্তে আস্তে কমে যায় নাতনির কান্নার শব্দ। দুজনই দেখতে পায় উল্টো দিক থেকে আসছে খোকন। হাতে চিকন কাঠির ছিপ। পারুল ওকে দেখে একটু অন্য রকম স্বরে বলে, নানি, খোকন!

খোকন তো কী হইয়েছে?

ও বইলেছে কাইলকে আমাকে রাঙা দাগওলা পুঁটি মাছ ধইরে দিবে।

পুঁটি মাছ?

হ্যাঁ রে, নানি। হাওরের পুঁটি মাছ নাকি খাইতে খুউব মজা।

চড় মাইরে দাঁত ফেইলে দিব!

বাজে বকিস না, নানি। তুই আমারে জবর ভাত রেঁধে দিবি।

তুই তো এই বাড়িতে আইসে বলেছিলি 'আমি পানিভাত খামু না। নানি, তুই আমারে গরম ভাত রাইন্ধে দিবি।' আমি ফজরের নামাজের সময় উইটে তোর লাগি গরম ভাত রান্ধি।

তাইলে তুই আমার দাঁত ফালায়ে দিবি ক্যান?

তুই খোকনের কথা কইলি ক্যান?

পারুল মুখ নিচু করে। অন্যদিকে তাকায়। ওর মুখের আভায় কিসের যেন চমক, তা সকিনা বানুর ছানিপড়া চোখের দৃষ্টি এড়ায় না। হঠাৎ করে তার ভীষণ ভয় করে। নাতনির হাত ধরে ভীত কণ্ঠে বলে, খোকন কি তোর পেরেম?

যাহ! বাজে কথা কবি না, নানি।

তখন খোকন ওদের মুখোমুখি। দুজনকে বসে থাকতে দেখে নিজেও উবু হয়ে বসে। বলে, কী হয়াছে, নানি?

কিছু হয়নি। তুই কুথায় গিয়াছিলি?

হাওরে।

মাছ পায়েছিস?

না, পাইনি। জাল পাইতা ধুয়ে আসছি।

কী মাছ ধরবু? পুঁটি মাছ?

সকিনা বানুর মুখে পুঁটি মাছ শুনে ও ঘাবড়ে যায়। পারুলের দিকে তাকায়। কিছু বুঝতে পারে না। তারপর তড়িঘড়ি বলে, খালি পুঁটি মাছ ধরবু না। হাওরের সব মাছ ধরবু। বড় বড় মাছ। এই মাছের লাগি তো সীমানার ওই পারের মানুষেরা হাওরে নাইমে পড়ে। আর ওই রক্ষীরা ওদেরে পাহারা দেয়। দরকারমতো গুলি চাইলে দেয়।

সকিনা বানু ধমক দিয়ে বলে, থাম কইলেম।

খোকন থতমত খেয়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে, যাইগে।

ও মেঠোপথ ধরে দৌড় দেয়। কিছুদূর গিয়ে পেছন ফিরে তাকায়। তারপর আবার দৌড় দেয়। একসময় গাছগাছালির আড়ালে চলে যায়। সকিনা বানুর মনে হয় তার নাতনির চোখ ছলছল করছে।

ও নানির হাত ধরে বলে, চল, নানি।

চল। শাকগুলা তো ভাইজতে হবি।

আমি দুপুরে ভাত খাবু না।

ক্যান?

কী জানি, ভালো লাগতিছে না। পেটব্যথা করিছে।

পেটব্যথা?

সকিনা বানু সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকায়। বুঝতে পারে নাতনির মন খারাপ। ওকে আর কিছু বলে না। হাত ধরে টেনে তুলে বলে, চল।

পারুল নানির হাত ছাড়িয়ে নিজে নিজে উঠে পড়ে। হনহনিয়ে আগে আগে হাঁটে। সকিনা বানু বেশ মজা পায়। কতকাল আগে এমন একটি বয়স ছেড়ে এসেছে আঙুলে গুনে তার হিসাব করতে থাকে। হিসাব মেলে না। বিরক্ত হয়ে আবার গোনে। ভাবে, এটা একটি খেলা কি? কে জানে।

একসময় চিৎকার করে পারুলকে ডাকে।

পারুল পেছন ফিরে দেখতে পায় তার নানি তালগাছটার কাণ্ডে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ও চেঁচিয়ে ডাকে, আয়।

সকিনা বানু উত্তর দেয় না। নড়ে না। পারুল বুঝে যায় যে ও না গেলে বুড়ি আসবে না। বুড়ি এমনই করে। ওকে দিয়ে কিছু করাতে চাইলে তখন অনড় হয়ে যায়। ও কাছে গিয়ে বলে, তোর কী হয়াছে, নানি?

আমার কি তোর মতো বয়স ছেল?

না। পারুলের নির্বিকার উত্তর।

না! ক্যানে ছেল না?

তুই এক লাফে বুড়ি হয়া গিয়াচিলি।

এক লাফে বুড়ি? তাইলে আমার পেরেম ছেল না?

হি হি করে হেসে গড়িয়ে পড়ে পারুল।

সকিনা বানু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলে, শয়তানি করিস ক্যান?

তোর তো আমার বয়সে বিয়ে হয়েছিল। বিয়া হয়া গেলে আর পেরেম হয় না।

সকিনা বানু কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থেকে কিছু একটা ধরার জন্য হাত বাড়ায়। পায় না। ততক্ষণে তার মাথা টলে ওঠে এবং পড়ে যায়। পারুল পাশের ডোবা থেকে হাতের মুঠিতে সামান্য পানি এনে নানির মুখ মুছিয়ে দেয়। ওড়না দিয়ে বাতাস করে। মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে নানি-নানি করে ডাকে।

কতক্ষণ কেটে যায় জানে না মেয়েটি। নিথর প্রান্তরে লোক চলাচল তেমন নেই। হঠাৎ দু-একজন চলাচল করে; কিংবা গরু নিয়ে আসে রাখাল। আজ তেমন কেউ নেই। পারুলের বারবার মনে হয়, নানি কি মরে যাবে? ওর মায়ের মতো?

একসময় চোখ খোলে সকিনা বানু।

পারুল উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, নানি, আমার বয়সে তোর পেরেম ছিল, নানি। আমি তোরে মিছা কথা কয়াছি।

সকিনা বাবু ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলে, না, ছেল না। তুই ঠিক কথা কয়াছিলি। কনুদিন ছেল না।

সকিনা বানু ওর কপালে চুমু দিয়ে বলে, নাতনি, তোর জীবনে য্যান পেরেম থাকে। পেরেম না থাকলে বুড়া বয়াসে তুই আমার মতো মাথা ঘুরায়া পইড়া যাবি।

নানি, ও নানি!

পারুল নানিকে ব্যাকুল হয়ে জড়িয়ে ধরে।

সকিনা বানু হাঁটতে হাঁটতে বলে, আমি যখন থাকুম না, তখন আকাশ থেইকে দেখবু তোর জীবনে পেরেম আছে, নাতনি।

গুনগুন করে গানের মতো কথাগুলো বলে যায় সকিনা বানু। দুই চোখ বেয়ে জল গড়ায়। পারুলের সাধ্য নেই বেদনার ভাষা বোঝার; পারুলের সাধ্য নেই প্রেমহীন বেঁচে থাকার কান্না ছুঁয়ে দেখার।

ও শুধু ভাবে, নানি কাঁদুক। কেঁদে কেঁদে নানি একদিন পাখি হয়ে উড়ে যাক। উড়ে উড়ে নানি একদিন ওকে দেখতে আসবে। দেখবে, লাল দাগ আঁকা পুঁটি মাছ ধরে কচুপাতায় করে নিয়ে আসবে খোকন? বলবে, দেখো, আমাদের প্রেম এমন সুন্দর। প্রেমে রং থাকে, প্রাণ থাকে। গান থাকে, সৌন্দর্য থাকে। প্রেমকে জয় করতে হয়, সোনার মেয়ে। দুজনে বাড়ি এসে পৌছায়।

সকিনা বানু পারুলকে বলে, তুই গোসল করে আয়। আমি এখন শাক ভাজবু।

আমি দুই থালা ভাত খাবু, নানি।

দিমু। তোরে আমি সোনার থালায় ভাত দিবু।

সেদিন থেকে দুজনের সম্পর্ক অন্য রকম হয়ে যায়। আরও কাছের হয়, আরও পরস্পরকে বোঝার হয়।

মাস খানেক ধরে এলাকায় প্রবল উত্তেজনা। সীমান্তের অপর পারের লোকেরা এসে হাওরের মাছ নিয়ে যায়। ওদের সহযোগিতা করে সীমান্তরক্ষীরা।

এ দেশের সীমান্তরক্ষীরা পাল্টা গুলিবর্ষণ করে। শুরু হয় আতঙ্কিত গ্রামবাসীর ছোটাছুটি। সুবিধামতো জায়গায় আশ্রয় নেয় তারা। বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যায় দূর এলাকায়।

আতঙ্কে দিন কাটায় তারা।

নানির সঙ্গে পালাতে হয় পারুলকেও। বিভিন্ন সময়ে ঘটে যাওয়া এ ঘটনায় সকিনা বানু অন্যদের মতো দ্রুত নিরাপদ জায়গায় যেতে পারে না। দুজন প্রায় রাস্তার ধারের কোনো কিছুর আড়ালে বসে পড়ে।

সেদিনের পর থেকে খোকনের সঙ্গে দেখা হয়নি পারুলের। হাওরেই কাটে ওর সারা দিন। গোলাগুলি হলে বুকের ভেতরে ঢিবঢিব শব্দ হয় পারুলের। ঠিকমতো জায়গায় পালাতে পেরেছে তো খোকন!

শুকনো মুখে নানির দিকে তাকায়। বলতে পারে না কোনো কথা। সকিনা বানু নাতনির হাত ধরে দূরপাহাড়ের দিকে চেয়ে থাকে। ভয়ে তার কণ্ঠ রুদ্ধ। মাঝে মাঝে বলে, এই দৌড়ঝাঁপ আর সয় না রে, নাতনি। আমি আর দৌড়াইতে পারবু না। তুমি একলা পালাবু।

না, তা হবি না। আমি তোরে থুয়ে যাবু না। গুলি যদি তোরে খায়?

খাইলে খাইবে। আমি তো চাই খাক।

পারুল নানির মুখ চেপে ধরে। চোখ গরম করে তাকায়। শাসনের ভাষা কী তা বুঝিয়ে দেয়। সকিনা বানু ওর শাসন উপভোগ করে। ভাবে, গোলাগুলির ভেতরে ওর এই নাতনি এখন বেঁচে থাকার আনন্দ।

একদিন প্রবল গোলাগুলির মধ্যে সকিনা বানু দৌড়াতে পারে না। রাস্তার ধারে গড়ে ওঠা বড় পাথরের ঢিবির আড়ালে পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে বসে থাকে। সকিনা বানুর মুখ মাটির দিকে নত। হাতজোড়া কোলের ওপর ন্যস্ত। তার দৃষ্টি বোঝা যায় না। মাথায় কাপড় তোলা। সাদা শাড়ি, সাদা ব্লাউজ পরে আছে। তার খালি পা শক্ত পাথর ছুঁয়ে আছে। অনবরত নরম মাটির ওপর হেঁটে যাওয়া তাঁর পায়ের নিচে পাথরের আস্তর। তার পরও মনে হচ্ছে, সকিনা বানু এখন ধ্যানমগ্ন গার্গি। আতঙ্ক ও বিষাদের উর্ধ্বে তিনি একজন ঋষি—তিনি আতঙ্কিত এই গ্রামের সাকিনা বানু। তার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায় বুলেট।

অপর দিকে বসে আছে পারুল। ওর চোখ খোলা। আর দৃষ্টি সামনে। যত দূর দেখা যায় ও দেখছে। আতঙ্ক ওকে চুপসে রেখেছে। ও পরে আছে হলুদ কামিজ, সাদা পায়জামা। খয়েরি রঙের লম্বা ওড়নাটি পা পর্যন্ত নামানো। ওর খালি পা কাদামাখা। মেঠোপথে দৌড়ে আসার সময় পায়ে কাদা লেগেছে। অমসৃণ এবড়ো-থেবড়ো পাথরের ওপর রাখা ওর পা। ও যেন মাটি ও পাথরকে প্রয়োজনের একই সমান্তরালে রেখেছে। ও জানে, কোনটার কী দরকার।

ও তাকিয়ে আছে সামনে। মাটি ও পাথরের দ্বৈত মিশ্রণে গড়ে ওঠা ওর ভবিষ্যৎ। ও সেই সময়ের জ্ঞানী খনা। ও মাটি চাষ করবে এবং আখরে ফুল ফোটাবে।

যে কেউ দূর থেকে তাকালে দেখতে পায় অসাধারণ সুন্দর একটি ছবি। দুজন অসমবয়সী নারীর চিত্র স্থির হয়ে থাকে। কারণ, ওরা কেউ নড়ে না। আতঙ্কিত গ্রামে এভাবে যে দৃশ্যপট তৈরি করা যায়, তা প্রস্ফুটিত হয় হাজার বছরের পুরোনো সময়ের শ্যাওলা পড়া পাথুরে দেয়ালের গায়ে। যে তাকায় তাদের দিকে, তাদের চোখ আটকে যায়। দুজন ছবি হয়ে বসে থাকে।

কোনো রকম নড়াচড়া না করে পারুল ডাকে, নানি।

বল। সকিনা বানু একই ভঙ্গিতে বসে থেকে বলে।

আমি আর বইসে থাকিতে পারবু না।

চারদিকে এখুনো গুলির শব্দ আছে।

আমরা তো গুলির শব্দ পাছু না।

তোর কানে কী হইলে রে, নাতনি!

তখন চারদিক তোলপাড় করে একঝাঁক গুলি চলে যায় মাথার ওপর দিয়ে।

পারুল আচমকা চমকে উঠে সকিনা বানুর গলা জড়িয়ে ধরে।

নানি, নানি রে—

দুজন পরস্পরের দিকে মুখ ফেরায়। সেটিও একটি অসাধারণ ছবি হয়। ছবিতে পাথরের গাঁথুনির মাটির স্তর আছে—কালচে শ্যাওলার মধ্যে সময়ের হিসাব আছে—আতঙ্কিত মানুষের কল্পনারত শরীর আছে।

শুধু সেই ছবিতে বুলেট নেই।

এখন মানুষের বুকফাটা আর্তনাদ ভেসে আসে। দুজন মুখোমুখি হয়। নাতনি নানির গলা জড়িয়ে ধরে। সকিনা বানুরও মনে হয়, পারুলকে জড়িয়ে ধরার সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরের কাঁপুনি থেমে গেছে। তার কেমন জানি লাগছে। মনে হচ্ছে কোথাও কিছু ঘটেছে। আচমকা চেঁচিয়ে বলে, একটি বুলেট যেন কার বুক ফুটো করে দিল। ও পারুল রে, আমার মনে হয়—

কার বুক, কার বুকে গুলি লেগেচে নানি? তোর কী মনে হয়?

উত্তেজিত পারুলের আর্তনাদ পাথুরে দেয়ালের গায়ে অনবরত আছড়ে পড়ে, যখন হাওরের পুব পাড়ে গুলিবিদ্ধ খোকনের শরীর থেকে উষ্ণ রক্তস্রোত মাটি ভেজাতে থাকে।

সকিনা বানু পারুলের ঘাড় ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে গুনগুন স্বরে বলতে থাকে, কোথায় কার গায়ে যেন গুলি লেগেছে—কোথায় কে যেন মাটিতে পড়ে গড়াচ্ছে—ওরে আমার বুক ফেটে যায়—

নানি, তোর কার কথা মনে আইসেছে ক?

জানি না, কইতে পারবু না।

তাইলে চল খুঁইজে দেইখতে যাই।

দুই লাফে পাথরের চাঙ পার হয়ে আসে পারুল। সকিনা বিবির সময় লাগে। পারুল তার জন্য অপেক্ষা করে না। পেছনে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলে, আমি হাওরের দিকে গেনু, নানি। আমার মনে অয় খোকন আমার লাগি পুঁটি মাছ ধরিছে। মাছের গায়ে লাল নকশা আছে।

সকিনা বানু চেঁচিয়ে বলে, তুই হামার লাগি যাস, নাতনি।

পারুল থামে না। দৌড়ায়। তখনো মাথার ওপর দিয়ে ছুটে যায় বুলেট। ছবিটা আর নিথর থাকে না।